যুগান্তর

তারিখ 6 JAN 2007
পৃষ্ঠা কলাম

মেয়ে বিদেশে পড়তে যাবে!

সুরাইয়া আমজাদ

ঢাকা শহরেরই এক উচ্চবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ের কাহিনী দিয়ে শুরু করি। মেয়েটি ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর বিদেশে পড়তে যেতে খুব আগ্রহী ছিল। কিন্তু তার ব্যবসায়ী বাবা এবং গৃহবধূ মায়ের তাতে বিরাট আপত্তি। তারা কিছুতেই মেয়েকে বিদেশে পাঠাবেন না। নাছোড় বান্দা মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে একটি হোস্টেলে গিয়ে ওঠে। তারপর নিয়মিত সাইবার ক্যাফেতে বসে বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এভাবে হঠাৎ পেয়ে যায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ। এবার সে বাড়ি ফেরে। মা-বাবাকে বলে, 'আমাকে বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা কর, কিছু টাকা লাগবে। ঠিক আছে, আমার বিয়ের জন্য যে টাকা তোমরা রেখে দিয়েছ, তাই দাও না।' মা-বাবা টাকা দিলেন ঠিকই, সেই সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন, 'আর কখনও এ বাড়িতে পা দেবে না তুমি।' 'ঠিক আছে, তবে জেনে রেখো, একদিন আমার পরিচয় দিতে তোমরা গর্ববোধ করবে।' দৃঢ়প্রত্যয়ী মেয়েটি এমন কথা বলেই মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিল।

ওর কথাই কিন্তু ঠিক হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সে চমৎকার রেজাল্টসহ গ্রাজুয়েশন করে। এ দীর্ঘ সময়ে ওর মা-বাবা ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেননি। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির চমৎকার ফলাফলের সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের খরচে তার মা-বাবাকে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। উপলক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট প্রদান আয়োজন। সেখানে এসে মেয়ের সাফল্য আর গুণের প্রশংসা শুনে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন চিরন্তন মা-বাবা। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন তার কাছে। দেশে ফিরে এখন তারা তাদের তিন সন্তানের মধ্যে এই মেয়েটির পরিচয় দিতেই বেশি গর্ব অনুভব করেন। কারণ তাদের অন্য তিন সন্তান পড়াশোনায় তেমন ভালো নয়।

কোনও নাটক বা সিনেমার গল্প মনে হচ্ছে? তা নয়। একান্তই বাস্তব গল্প এটি। আমার পরিচিত এই পরিবারটি। আজও এদেশের মা-বাবারা মনে করেন, মেয়েকে বিদেশে পড়তে পাঠালে সে বখে যাবে। তার চরিত্র ভালো থাকবে না। ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করবে। মূলত এ ভয় থেকেই অভিভাবকরা মেয়েদের বাইরে পাঠাতে চান না।

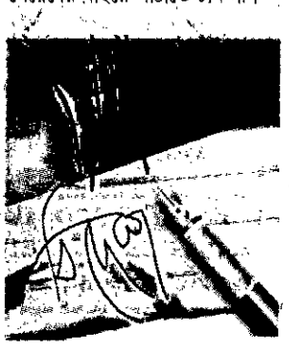

এমন আরেকটি ঘটনার কথা বলি। কাকলি প্রামাণিক নামের এটি মেয়ে পোল্যান্ডে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর পড়াশোনা করতে যায়। সেখানে বাংলাদেশের দেড় হাজার ছেলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সে-ই ছিল একমাত্র মেয়ে। ৫ ভাইয়ের একমাত্র বোন কাকলির বাবা একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। প্রথমে তিনি মেয়েকে কিছুতেই বিদেশে যেতে দিতে চাননি। কিন্তু কাকলি অনেক কষ্ট করে মা-বাবা-ভাইদের রাজি করিয়ে পোল্যান্ডে যান। ওখানে তিনি শুধু নিজের নাম নয়, দেশের নাম ও বাবার নাম উজ্জ্বল করে রেখে এসেছেন। এখন তিনি বড় ডিগ্রি নিয়ে দেশেই কর্মরত আছেন এক বিশেষ যোগ্যতায়।

আমার মেয়ে জুঁই। 'ও' লেভেল পাস করার পর তার ইচ্ছা হল আমেরিকায় গিয়ে বাকি পড়াশোনা শেষ করার। এ কথা শুনে আত্মীয়দের অনেকেই বলেছেন, 'একা মেয়ে এতদূর পড়তে যাওয়ার কী দরকার? দেশের পড়াশোনা ভালো না লাগলে বিয়ে দিয়ে দেন।' আবার অনেকে উপদেশ দিয়েছেন, 'মেয়ে কেন, ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠাবেন।' যেহেতু আমাদের যে কোনও এক সন্তানকে বিদেশে পাঠাবার সামর্থ্য ছিল তাই অনেক নিকট আত্মীয়ও ভয় দেখাতে চেয়েছেন, 'মেয়েকে কখনও একা একা এত দূরদেশে যেতে দেবেন না। এতে মেয়েটির সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। তার চেয়ে ছেলেকে পাঠানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' আমরা কারও কোনও কথায় কান না দিয়ে মেয়েকেই পাঠিয়েছি। আল্লাহর অশেষ রহমত যে আমাদের মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে গ্রাজুয়েশন করেছে দুটি বিষয়ে। বর্তমানে সে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএস করছে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সে একটি চাকরিও করছে। সে শুধু নিজের দায়িত্ব পালন করছে না, বাবা-মা-ভাইসহ সব আত্মীয়স্বজনকেও নিয়মিত সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। এখন বিয়ে করে সে যুক্তরাষ্ট্রেই আছে। পরে আমার ছেলেও আমেরিকায় পড়াশোনা করতে গিয়েছে। তাই আমি মনে করি ছেলে কিংবা মেয়ে, যেই হোক না কেন, আপনি যদি ছোটবেলা থেকে তাদের ভালো এবং মন্দ দিকগুলো চিনিয়ে দিতে পারেন, সত্যি কথা বলা এবং সৎভাবে চলার পরামর্শ দেন এবং তাদের সেভাবে পরিচালিত করেন তাহলে ছেলেমেয়েও সেভাবেই গড়ে উঠবে। আদর্শ সন্তান গড়তে টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় না। একটি আদর্শ পরিবার থেকেই ভালো সন্তানের জন্ম হয়। তাই ছেলে না মেয়ে সে কথা না ভেবে উভয়কেই সমান সুযোগ দিন, অবশ্য তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী।